[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

গাংনীতে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস ২০২৩ উদযাপন

“জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করি, নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করি’এই স্লোগানে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে গাংনীতে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার(৬ অক্টোবর) সকালে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিন শেষে শোভাযাত্রা টি উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়।শোভাযাত্রা শেষে উপজেলা সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খন্দকার শহিদুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহমেদ, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নাজমুল হক পচু, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা, ষোলোটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আনোয়ার হোসেন পাশা, বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ওবাইদুর রহমান কমল, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান সহ সাংবাদিক ও উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের পরিষদের সচিব,গ্রাম পুলিশ দফাদার সহ আরো অনেকে।

আলোচনা সভায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আমঝুপিতে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন

“কাঙ্খিত শিক্ষার জন্য: শিক্ষক স্বল্পতা পূরণ বৈশ্বিক অপরিহার্যতা” এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরের আমঝুপি আলোচনা সভা ও র্যালীর মধ্যে দিয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মউকের হলরুমে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট আব্দুস সালাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আতাউর রহমান ও আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওঃ মাহবুব উল আলম।
সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন, দিবস উপলক্ষে প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

সভায় বিভিন্ন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকসহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন মুজিবনগর উপজেলার প্রোগ্রাম ম্যানেজার শিরিন আক্তার। এর আগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে।

মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স এর

আয়োজনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

‘কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষক স্বল্পতা পূরণ বৈশ্বিক অপরিহার্যতা’ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস – ২০২৩ পালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে দিবসটি উপলক্ষে গুডনেইবারর্স এর হল রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গুডনেইবারর্স এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম)এস.এম রিফাত আল মাহমুদ সঞ্চালনায় এবং গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার বিভব দেওয়ানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দীন।

বিশেষে অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ।উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম,আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুর এর প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম।

আলোচনা সভায় বক্তারা,বিশ্ব শিক্ষক দিবস মর্যাদার সাথে উদযাপন করা।শিক্ষক দিবসের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।পেশার গুরুত্ব, মৌলিকতা ও মহানুভবতা, শিক্ষকদের মধ্যে ইতিবাচক উদ্দীপনা সৃষ্টি করা,দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য, শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা, মানুষ তৈরির কারিগর হিসেবে একজন আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য এবং প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষকদের আরো বেশি আধুনিক করতে বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপনের আলোচনা সভায় গুডনেইবারর্স এর ৭ টি পার্টনার স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ আংশগ্রহন করেন।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারালেন গৃহবধু

মেহেরপুরের আমঝুপি গ্রামের শেখ পাড়ায় নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিলকিস বেগম (৫২) নামের এক গৃহবধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় আমঝুপির শেখ পাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিলকিস বেগম অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্য মনিরুল ইসলামের স্ত্রী।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় বিলকিস বেগম নিজ বাড়ির ধানের গুদামঘরের দরজা খুলতে যেয়ে বিদ্যুতায়িত হন। বিলকিস বেগম এক পুত্র ও দুই কন্যার জননী। তার এক কন্যা কিছুদিন আগে অসুস্থতাজনিত কারেণ মারা গেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে নাশকতা মামলায় কারাগারে বিএনপির ৬ নেতা-কর্মী

নাশকতার মামলায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুসহ ৬ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ দালতের বিচারক মো: শহিদুল্লাহ তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আসামীরা হলেন গাংনী উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলূ, জেলা ওলামা দলের সভাপতি ইনামুল হক, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হক, গাংনী পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, গাংনীর ২নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি সুরেলী আলভী ও বিএনপি নেতা বিজয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা জুবাইদা রহমানকে একটি মামলায় দণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২ আগস্ট গাংনীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি।

আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে ওই বিক্ষোভ মিছিল গাংনী শহরের প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ করে। এ মিছিল থেকে নাকশকতা সৃষ্টির অভিযোগে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। এ মামলায় আসাদুজ্জামান বাবলুকে প্রধান আসামি করে বিএনপির ৮ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাত আরও ২৫/৩০ জনকে আসামি করা হয়।

ওই মামলায় উচ্চাদালত থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছিলেন আসামিরা। জামিনের মেয়াদ শেষে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে উপস্থিত হয়ে জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ।

মামলায় আসামিপক্ষের কৌশলী ছিল অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও কামরুল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রীকে কটুক্তি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের একাংশের বর্ধিত সভা

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন ‘যারা দলের শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করে দলকে ছোট করেছে তাদের বিরুদ্ধে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হবে। একটি বড় দলে নেতাদের মধ্যে বিভেদ থাকতে পারে, সেটা দলীয় ফোরামে প্রকাশ করার জন্য

আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। গতকাল যারা সংবাদ সম্মেলন করেছে তারা দল বিরোধী কাজ করেছে উপরন্তু আরও ঘোষণা দিচ্ছে ভবিষ্যতে আবারো করবে। ‘

৪ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার হল রুমে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে আয়োজিত বিশেষ বর্ধিত সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন।

৩ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দিতে জেলা আওয়ামী লীগের একাংশ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করে। সেই মত বিনিময় সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অপরাংশের আায়েজনে জেলা আওয়ামী লীগের এই বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সভাপতিত্বে(ভার্চুয়ালি) বিশেষ বর্ধিত সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস,সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দীন আহম্মেদ চুন্নু, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম,মহজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন,বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুল সালাম বাঁধন, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা তাসলিমা খাতুন প্রমূখ।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে আরও বলেন, ‘যারা দল বিরোধী কর্মকাণ্ড করছেন এবং দলবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন তাদের সকল বক্তব্য রেকোর্ডেড। এগুলোসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে খবর এসেছে সেগুলোও দলের নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। গতকাল সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বক্তব্য দিয়েছেন কাউন্সিলে মাত্র একটি ভোট পেয়েছিলেন। জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলের বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন। আমরা যদি একটু খোঁজ নেই তবে দেখতে পাবো তার শিক্ষা দীক্ষা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান কতটুকু। আগামী নির্বাচনে আমরা মেহেরপুরে দুইটি আসন থেকেই নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করব।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভাতে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটির সদস্য এম এ এস ইমন, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাদু, সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম সাজু প্রমুখ। সে সময় তারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবীতে একাট্টা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।

গাংনীতে দুই সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

এক শিফটের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত কর্মস্থলে হাজির থাকা নিয়ম শিক্ষকদের। কিন্তু এ নিয়মের তোয়াক্কা করছেন না মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রুহিনা খাতুন ও শাম্মীয়ারা দীপ্তি। শুধু নিয়মমত উপস্থিতিই না, ক্লাস না নেওয়া ও শিক্ষার্থীদের সাথে খারাপ আচরণসহ নানা অভিযোগ রয়েছে ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ক্ষমতা দেখিয়ে নিজের মত চাকরি করছেন তারা। দীর্ঘদিন ধরে তারা এসকল অনিয়ম করলেও তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারেন না কেউ।

মাঝে ছোট বোনকে নিয়ে আসি ঠিক, তবে গেম খেলিনা।

তবে প্রধান শিক্ষক মোছা: নুরুন্নাহার খাতুন অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, আমি কিছু বললেও আমার কথা কেউ শোনে না। কোন শিক্ষক ছুটিতে থাকলে আমি ক্লাস নিলে সেই ক্লাস হয়, অন্য কোন শিক্ষক ক্লাস নেননা।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আশরাফুল আলম খান বলেন, সহকারি শিক্ষক রুহিনা খাতুন ও শাম্মীয়ারা দীপ্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা আমিও কিছুটা জানি। গত মাসের মাসিক মিটিংয়ে এ নিয়ে কথা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: নাসির উদ্দিন বলেন, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের কর্মকর্তাকে নিয়ে বিষয়টি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রসঙ্গত, বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৩৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন প্রধানশিক্ষক সহ ৮ জন। কিন্তু এত কম শিক্ষার্থীদের জন্য ৮ জন শিক্ষক থাকলেও বিদ্যালয়টি ঠিকমত ক্লাস হচ্ছে না।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পরিচালিত এক অভিযানে ২টি প্রতিষ্ঠানের মালিকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা করা সহ জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নকল কসমেটিকস পণ্য জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়েছে।

বুধবার (৪ অক্টোবর) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর উপজেলার আমঝুপি ও চাঁদবিলে কসমেটিকসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে অভিযান পরিচালিত হয়।

জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিমের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।



এসময় আমঝুপি বাজারে মেসার্স হালিমা স্টোর নামক একটি কসমেটিকসের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ কসমেটিকস সহ আমদানিকারকের স্টিকার বিহীন অবৈধ কসমেটিকস পাওয়া যায়। পুর্বে সতর্ক করার পরও মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অবৈধ কসমেটিকস বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শিহাব উদ্দিনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এবং অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভাই ভাই কসমেটিকসকে শিশুদের নকল জনসন এন্ড জনসন তেল এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অবৈধ কসমেটিকস বিক্রয়ের অপরাধে মালিক আহসান হাবিবকে ৪১ ও ৫১ ধারায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নকল ভেজাল কসমেটিকস পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং সবাইকে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা সহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ফরহাদ হোসেনকে আগামী

নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপিকে আগামী সংসদ নির্বাচন ে◌েদলীয় মনোনয়ন না দেওয়ার দাবীতে একাট্টা ঘোষণা করেছেন নেতারা।

মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তিকে দূর্বলকারী, দল ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বিরোধী চক্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের ভীতি প্রদর্শণ ও ইউনিয়ন নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীদের পরাজয়ের কুশিলব ,দুর্নীতি , স্বজনপ্রীতি ও পারিবারিক করণের একমাত্র দলবিরোধী সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবী জানান নেতারা।
সভাপতির বক্তব্যে মিয়াজান আলী বলেন, মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে এক ব্যক্তি ঘরবন্দী করে রেখেছেন। তবে সময় এসেছে আওয়ামী লীগকে আবার রাজপথে সক্রিয় করার। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের হাতে নেতৃত্ব চলে যাওয়ায় দলের ত্যাগী নেতা–কর্মীরা ছিটকে পড়েছেন। এর সুযোগ নিয়েছে বিএনপি–জামায়াত। আগামী সংসদ নির্বাচনে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ফরহাদ হোসেনকে আবার মনোনয়ন দিলে আওয়ামী লীগের নেতারা তাঁর পক্ষে কাজ করবেন না।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, নৌকার মাঝি পছন্দ না হলে আমি ননৌকায় ভোট দেব না, আর যদি পছন্দ হয় তাহলে স্বর্বস্ব দিয়ে নৌকার বিজয় ঘরে তুলবো।



সদর
উপজেলা
আওয়ামী
লীগের
সাবেক
সভাপতি
গোলাম
রসুল
বলেন,
‘সারা
জীবন
আওয়ামী
লীগের জন্য জেল–জুলুম, বোমা হামলার শিকার হয়েছি। এরপরও আমি নাকি আওয়ামী লীগের কেউ না। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নিজের পছন্দমতো লোকদের নিয়ে দল চালান। সেখানে আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতারা ঠাঁই পান না। যখন নির্বাচন আসে তখন তিনি দল গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরে কাউকে মনে রাখেন না। প্রধানমন্ত্রীর কছে আকুল আবেদন, এমন নেতাকে যেন মনোনয়ন না দেওয়া হয়। তাঁকে বাদ দিয়ে যে কাউকে মনোনয়ন দিলে তাঁর পক্ষে আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা এক হয়ে কাজ করবেন।’

সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ সম্পাদক এম এ এস ইমন বলেন, যারা মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে দুর্দিনে ধরে রেখেছে তারা আপনার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছে। স্বসম্মানে আপনার সরে যাওয়া উচিৎ। মুজিবনগরকে শেখ হাসিনা উন্নয়নের জন্য ব্ল্যাঙ্ক চেক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সারাদেশে যে উন্নয়ন তারই রুটিন উন্নয়ন হয়েছে মেহেরপুরে।পৌর কলেজের ফান্ড থেকে ২৫ লাখ টাকা নিয়েছেন সরকারি হয়নি। নিজের বাপের নামে কলেজের নামকরণ করেছেন।
আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী আমাদের মেহেরপুরকে দেখে যান, আপনার প্রাণের সংগঠনের কি অবস্থা করে রেখেছে দেখে যান।

মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, দুসময়ে যারা আওয়ামী লীগকে বাঁচিয়েছিলো তারাই আজ এই মঞ্চে দাড়িয়েছে। মেহেরপুর পৌরসভা, সদর উপজেলা, মুজিবনগর উপচেলায় আওয়ামী,লীগের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। নেতাকর্মীরা এই সকল জনপ্রতিনিধিদের সাথ্কেথা বললে তার মানরচলে যায়। বিএডিসির লেবারকে কমিটিতে নিয়ে আসা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার দুর্দশাব শেষ নেই। মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নে এখনো পর্যন্ত বাধা দিয়ে যাচ্ছেন।

জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়সমিন বলেন, আপনারা স্বামী স্ত্রী ২০১৪ সালের আগে কোথায় ছিলেন। আমরা ভোট চেয়ে আপনাকে নির্বাচিত করেছি। আপনার মহিলা লীগের নেতাকর্মীদের দুর দুর করে তাড়িয়ে দেন।
জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান বলেন, ফরহাদ হোসেনের ভাই মৃদুল আমাদের সংখ্যালঘু যুবলীগ সদস্যর ১ কোটি ৮০ লাখ টাবি আত্মসাৎ করে তাকে পথের ভিখারি বানিয়েছেন।

যুবলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক বলেন, নারী জারেণের অগৃদুত সেজেছেন । আপনি তো মেহেরপুরের ক্যাসিনো রানি। ৬৩ জেলার ছেলেদের চাকরি হয়, মেহেরপুর জেলার ছেলেদের চাকরি হয় না।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আরিফুল, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর আল মামুন,, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম সাজু প্রমুখ। বিশেষ মতবিনিময় সভায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন
এদিকে ফরহাদ হোসেনের পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যলয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তাঁর পক্ষের নেতা- কর্মীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ফরহাদ হোসেন ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ফরহাদ হোসেনের বড় ভাই ইমতিয়াজ আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।